যায়যায়দিন

তারিখ 25 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

১০ ইউনিভার্সিটি শিক্ষকের বিচার ৪৫ দিনে

দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ সাজা ৫ বছর সর্বনিম্ন ২ বছর

মিজানুর রহমান মিলটন

ঢাকা ও রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ১০ শিক্ষকের বিরুদ্ধে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগে করা মামলাগুলোর বিচার ৪৫ কার্য দিবসের মধ্যে শেষ করতে হবে। বিচারক মামলা আমলে নেয়ার পর এই ৪৫ কার্য দিবস গণনা শুরু হবে। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ পাচ বছর ও সর্বনিম্ন দুই বছর সাজা হতে পারে। তাদের মামলা জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করায় মামলায় তাদের জামিনও চাওয়া যাবে না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মামলার এক তদন্ত কর্মকর্তা বলেন, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে শিক্ষকদের মামলা জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার আওতায় নেয়া হয়েছে।

এ সম্পর্কে সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত হলে অনধিক পাচ বছর এবং অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। পাশাপাশি অর্থদণ্ডও হতে পারে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটির চার প্রফেসরের বিরুদ্ধে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ২০ আগস্টের ঘটনা ও পরবর্তী ভাংচুর, অগ্নিসংযোগে ছাত্র জনতাকে মদদদান এবং উস্কানিমূলক বক্তব্য দেয়ার অভিযোগে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় শাহবাগ থানায় দুটি মামলা করা হয়।

এছাড়া রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ছয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র বিক্ষোভের জের ধরে রাবিতে গত ২২ আগস্ট ছাত্র বিক্ষোভ ও ভাংচুরে উস্কানি দেয়া এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার (ডিজিএফআই) গাড়ি পোড়ানোর অভিযোগে রাজশাহীর মতিহার থানায় দুটি মামলা করা হয়।

২০০৭ সালের জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি এ বিধি লঙ্ঘন করলে তিনি অনধিক পাচ ও অন্যূন দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

জরুরি ক্ষমতা বিধিমালা ভঙ্গের অভিযোগে করা মামলার বিচারকাজ ৪৫ কার্য দিবসের মধ্যে পৃ২ >> ক৫

১০ ইউনিভার্সিটি শিক্ষকের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শেষ করার আইনগত বিধান রয়েছে। এ সম্পর্কে জরুরি ক্ষমতা বিধিমালায় বলা হয়েছে, জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার কার্য তালিকাকালে অভিযোগ প্রমাণিত হলে মামলার বিচার শুরু হওয়ার ৪৫ কার্য দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

গত ২৫ জানুয়ারি জারি করা জরুরি ক্ষমতা অধ্যাদেশ-২০০৭ এর ১৫গ ধারায় বলা হয়েছে, জরুরি অবস্থা চলাকালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত ৩০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। সম্ভব না হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ১৫ দিন করে দুই দফা তদন্তের সময়সীমা বাড়ানো যাবে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের আইনজীবী সানাউল্লাহ মিয়া যায়যায়দিনকে বলেন, মামলাটির মেরিট দেখে মনে হচ্ছে এটি সিএমএম কোর্টে ৪৫ কার্য দিবসের মধ্যে বিচারকাজ শেষ করতে হবে। শিক্ষকরা দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের সাজা ভোগ করতে হবে।

উল্লেখ্য, এসব মামলায় বর্তমানে আটককৃত ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা হচ্ছেন প্রফেসর আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর হারুনুর রশিদ, ড. সদরুল আমিন ও ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক। রাজশাহী ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা হচ্ছেন প্রফেসর সাইদুর রহমান, প্রফেসর আবদুস সোবহান, প্রফেসর মলয় কুমার ভৌমিক, দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস, সেলিম রেজা নিউটন ও আবদুল্লাহ আল মামুন।